মিশকাতুল মাসাবীহ (মিশকাত)

হাদিস নাম্বারঃ ৪৬৭

পর্ব-৩: পাক-পবিত্রতা (كتاب الطهارة)

পরিচ্ছেদঃ ৬. দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ - নাপাক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা

আরবী

وَعَن المُهَاجر بن قنفذ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى تَوَضَّأَ ثُمَّ اعتذر إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنِّي كرهت أَن أذكر الله عز وَجل إِلَّا على طهر أَو قَالَ على طَهَارَة» . رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَرَوَى النَّسَائِيُّ إِلَى قَوْلِهِ: حَتَّى تَوَضَّأَ وَقَالَ: فَلَمَّا تَوَضَّأَ رَدَّ عَلَيْهِ

বাংলা

৪৬৭-[১৭] মুহাজির ইবনু কুনফুয (রাঃ)হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট এলেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তখন প্রস্রাব করছিলেন। তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। কিন্তু তিনি (প্রস্রাবের পর) যে পর্যন্ত না উযূ (ওযু/ওজু/অজু) করলেন তার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। এরপর তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ওজর পেশ করে বললেন, উযূ না করে আমি আল্লাহর নাম নেয়া পছন্দ করিনি (এ কারণেই তোমার সালামের উত্তর দেইনি)। (আবূ দাঊদ)[1]

ইমাম নাসায়ীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন ’’যে পর্যন্ত উযূ না করলেন’’ বাক্য পর্যন্ত। ওযর পেশ করার কথা তিনি বলেননি। তার স্থানে বর্ণনা করেছেন, যখন উযূ করলেন, তার সালামের উত্তর দিলেন।[2]

ফুটনোট

[1] সহীহ : আবূ দাঊদ ১৭, সিলসিলাহ্ আস্ সহীহাহ্ ৮৩৪।

[2] নাসায়ী ৩৮।

ব্যাখ্যা

ব্যাখ্যা: উপরোক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, পেশাব বা পায়খানায় রত ব্যক্তিকে সালাম দেয়া মাকরূহ এবং এ

অবস্থায় আল্লাহর যিকর করাও মাকরূহ। এমনকি এ অবস্থায় সালামের উত্তর দেয়া যাবে না। হাঁচির জওয়াব দেয়া যাবে না। হাঁচি দেয়ার পর ‘আলহামদুলিল্লা-হ’ বলা যাবে না। এ বিষয়ে ইবনু মাজাহ্-তে জাবির ইবনু ‘আবদুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পেশাবে রত থাকা অবস্থায় অতিক্রমকালে সালাম দিলে নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন যে, যখন আমাকে এ অবস্থায় দেখবে তখন সালাম দিবে না। যদি দাও তবে আমি তার উত্তর দিব না।

হাদিসের মান: সহিহ (Sahih) পুনঃনিরীক্ষিত

পাবলিশারঃ হাদিস একাডেমি

Link — https://www.hadithbd.com/hadith/link/?id=55026

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন